মাআল উসওয়াহ

নববি আদর্শের আলোকে সমকালীন সংকট

শায়খ জাহিদুর রাশেদি হাফিযাহুল্লাহ

মাওলানা হুসাইন আহমাদ খান
অনূদিত

প্রয়াস প্রকাশন

লেখকের কথা

হামদ ও সালাতের পর,

বিগত অর্ধ-শতাব্দীজুড়ে বহুসংখ্যক মাহফিল ও সেমিনারে প্রিয় নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পেশ করার সৌভাগ্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। বক্তব্যগুলোর কিছুসংখ্যক শ্রুতিলিখিত হয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় হাফিজ নাসিরুদ্দিন খান এই প্রকাশিত কিছু নিবন্ধ নিরীক্ষণের পর গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। এছাড়াও ১৯৯৫ সালে জামিয়া আল-হুদা, নিউইয়র্ক এবং ২০০৭ সালে দারুল হুদা, স্প্রিংফিল্ড, ভার্জিনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিরাতে নববির বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয়। এই বক্তৃতাগুলো মাওলানা কারি জামিলুর রহমান আখতার কর্তৃক সংকলিত *খুতুবাতে রাশেদি* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রিয়দের কাছে আর্জি—আপনাদের দোয়ায় অধমকে শামিল রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করবেন।

আবু আম্মার জাহিদুর রাশেদি

পরিচালক, আশ-শরিয়া একাডেমি গুজরানওয়াল

২৪ অক্টোবর, ২০১৬

সূচিপত্র

রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতি নবিজির ﷺ পয়গাম ৬

আদর্শ জাতির গুণাবলি..১১

নববি আদর্শের আলোকে উম্মাহর ঐক্য ১৩

জিহাদ ও নবি আদর্শ..১৮

নবিজির পররাষ্ট্রনীতি ২৬

সমকালীন সংকট ৩০

নবিজির রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক ৩২

সাংস্কৃতিক যুদ্ধ ও নববি আদর্শ ৩৫

রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষায় নববি আদর্শ ৩৭

নবিজির রাজনৈতিক দর্শন ৪০

নবিজির ﷺ সমাজ সংস্কার ৪৩

হুদায়বিয়ার সন্ধির ভিন্ন পাঠ...৪৬

নববি আদর্শের বয়ানে

আদর্শ জাতির গুণাবলি

মানবসমাজে উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচার ব্যক্তি ও জাতির জন্য অলঙ্কারস্বরূপ। উত্তম শিষ্টাচার একটি আদর্শ জাতির পরিচয় বহন করে। এজন্যই জাতিকে উন্নত চরিত্রে এবং উত্তম আদর্শে গড়ে তোলা ছিলো নবিগণের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এরচেয়েও জরুরি হলো, প্রযুক্তি ব্যবহারকারীকে উন্নত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। কেননা প্রযুক্তি যতই উৎকর্ষ ও উন্নত হোক, ব্যবহারকারীর হাত যদি আনাড়ি হয়, তাহলে তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয় না। একই কথা মানবচরিত্র ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রেও।

এজন্যই সুফিগণ সবচেয়ে বেশি ব্যক্তি-সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাদের দর্শন হলো, ব্যক্তির আকিদা, আখলাক ও অভ্যাস যত বেশি উন্নত হবে, তার দ্বারা দুনিয়ার উপকরণ ব্যবহারও ততটাই সঠিক হবে। তার আখেরাতের নাজাতের পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনও হবে সাফল্যমণ্ডিত।

এখন প্রশ্ন হলো, একটি উন্নত ও আদর্শ জাতির গুণাবলি কী? কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে একটি জাতিকে উন্নত ও আদর্শ জাতি বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সিরাতে নববির একটি ঘটনা থেকে গ্রহণ করবো। ঘটনাটি হলো—

বনু আযদ থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হাজির হয় রাসুলের দরবারে। এই সাতজনের একজন হলেন সুয়াইদ বিন হারেস আযদি রা.। তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তার সাথে কথাবার্তা বললাম। তিনি আমাদের কথা শুনে খুবই প্রীত হলেন বলে মনে হলো। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা (ধর্মের দিক থেকে) কে?' বললাম, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা সবাই ঈমানদার।' তিনি বললেন, 'প্রতিটি দাবির জন্য দলিল থাকতে হয়। তোমাদের এই দাবির স্বপক্ষে দলিল কী?' বললাম, 'আমাদের মধ্যে এমন পনেরোটি গুণ বিদ্যমান, যা আমাদের মুমিন হওয়ার দলিল।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বলো শুনি, সেই পনেরোটি গুণ কী কী?' আমরা বললাম, 'আপনার প্রতিনিধি আমাদের বলেছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান রাখতে হবে—

১. আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান
২. তাঁর রাসুলগণের উপর
৩. তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহের উপর

নববি আদর্শের আলোকে উম্মাহর ঐক্য

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি বেশি দূরে নয়। এর জন্য তো আমাদের সামনে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা বিদ্যমান। হ্যাঁ, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি ও সত্তা। এমনকি আজও উম্মাহ তাঁর পবিত্র সত্তার উপর সমবেত এবং কেয়ামত পর্যন্ত তিনি সকল মুসলমানের ভালোবাসা, আনুগত্য ও ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবেন।

নববি আদর্শের আলোকে উম্মাহর ঐক্য সম্পর্কে এখানে আমরা তিনটি বিষয়ে আলোচনা করবো—

১. ঐক্যের অর্থ ও পরিচয়

২. মুসলমানদের একতাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে নবিজির কিছু বাণী

৩. নবিজির অবজ্ঞায় কার্টুন প্রকাশের পর গোটা বিশ্বের মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করেছে। এ থেকেও নবিজির সত্তা ও ব্যক্তিত্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আরেকবার বিশ্বের সামনে এসেছে। এ বিষয়েও কিছু আলোকপাত করবো।

ঐক্যের অর্থ ও পরিচয়

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, ঐক্যের অর্থ হলো মতানৈক্য না থাকা। মতানৈক্য থাকলে ঐক্য স্থাপিত হতে পারে না। কিন্তু এই অর্থ যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, মতভিন্নতা একটি স্বাভাবিক বিষয়। যেখানেই মানুষ একত্র হবে, সেখানেই তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে, হওয়া যুক্তি ও প্রকৃতিগত। ইসলাম এটাকে অস্বীকার করে না।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বুদ্ধি ও বোধ বিভিন্ন মাত্রায় দান করেছেন। তাদের প্রকৃতি ভিন্ন। মানসিকতায় রয়েছে পার্থক্য। একইভাবে এটাও সঠিক নয় যে, মতানৈক্যের অবসান ঘটতে হবে। কেননা মতানৈক্য যদি হতে পারে, তাহলে তার স্থায়িত্বও আবশ্যম্ভাবী। আমাদের মনে রাখতে হবে, মতানৈক্য এক জিনিস আর বিভক্তি আরেক জিনিস। পবিত্র কুরআন কোথাও মতভেদকে নিষেধ করেনি। নিষিদ্ধ করেছে বিভক্তি। এ বিষয়টিকে আমরা নববি আদর্শের আলোকে দেখবো—

“হজরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদে নববিতে নামাজ আদায় করছিলেন। নামাজের কেরাতে তিনি উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এমনভাবে তেলাওয়াত করলেন, উমর রা. যেভাবে

তেলাওয়াত করতে অন্য কাউকে শোনেননি। উমর রা. বলেন, আমার মতে তিনি ভুলভাবে তেলাওয়াত করায় আমি খুবই রেগে গিয়েছিলাম। নামাজশেষে আমি তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে টানতে টানতে আল্লাহর রাসুলের কাছে নিয়ে আসি। বলি, 'এই ব্যক্তি নামাজে ভুলভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছিল।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আগে তার ঘাড় ছেড়ে দাও।' আমি ছেড়ে দিলাম। তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি যেভাবে পাঠ করেছিলে, সেভাবে আয়াতটি পাঠ করে শোনাও।' সে পাঠ করলো। এরপর নবিজি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি যেভাবে সঠিক বলে মনে করো, সেভাবে তেলাওয়াত করো।' আমিও পাঠ করলাম। এরপর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার তেলাওয়াতও সঠিক এবং তোমারটাও।"

এখানে আসলে তেলাওয়াতের পার্থক্য ছিল। প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু শব্দ থাকে, যেগুলোর উচ্চারণ অঞ্চল ও জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখানেও শব্দটি মূলত একই, তবে উচ্চারণের ধরন ভিন্ন। হাদিসে এসেছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কুরাইশদের ভাষায় নাজিল হয়। তখন ভিন্ন উচ্চারণে তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করেন, একই উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করা আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের জন্য কঠিন। তাই এক্ষেত্রে প্রশস্ততা দান করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার দোয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাতটি ভিন্ন কেরাত ও উচ্চারণে কুরআন পড়ার অনুমতি দেন।'

আরেকটি ঘটনা পড়ুন—নবিজির সাধারণ অভ্যাস ছিলো, তিনি প্রতিটি নামাজের জন্য নতুন করে অজু করতেন। কিন্তু মক্কাবিজয়ের দিন তিনি সারাদিনের নামাজ এক অজুতে আদায় করেন। এটা দেখে উমর রা. বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এই কাজ এর আগে কখনো করেননি।' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি ইচ্ছে করেই এমন করেছি।' অর্থাৎ, প্রতিটি নামাজের জন্য আলাদাভাবে অজু করা যদিও অনেক সওয়াবের, কিন্তু তা পালন করা অনেকের জন্য কঠিন। তাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অজুতে একাধিক নামাজ পড়ার বিধান নিজ আমলের মাধ্যমে দেখালেন, যাতে এটা পালন করার সময় কেউ বিভ্রান্ত না হয়।

এ ধরনের আরও বহু ঘটনা রয়েছে, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কাজ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্নভাবে করেছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, ইসলাম মতভেদ অস্বীকার করে না; বরং প্রয়োজনে স্বীকৃতি দেয়। তবে ইসলাম মতবিরোধের সীমা নির্ধারণ করেছে। যেকোনো স্থানে যেকোনো উপায়ে মতানৈক্যের অনুমতি ইসলাম দেয় না। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে,

নবিজির পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি (Foreign policy) বলতে আমরা এমন কর্মকৌশল ও প্রক্রিয়ার সমষ্টিকে বুঝি, যা একটি রাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ নিশ্চিতার্থে অবলম্বন করে থাকে। এ হিসেবে মদিনা রাষ্ট্রে নবিজির পররাষ্ট্রনীতি বুঝতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে—

১. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত চিঠি সম্পর্কে।

২. বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্র সম্পর্কে।

৩. সময়ে সময়ে মদিনায় আগত বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদলের সাথে নবিজির কথোপকথন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে।

বিশ্বের অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। আর জানা কথা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিও কুরআনের এই আয়াতগুলো। এগুলোকে সামনে রেখে আমরা এখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পররাষ্ট্রনীতিগুলো পয়েন্ট আকারে তুলে ধরছি—

- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানবতার দূত। তাঁর দাওয়াত ও পয়গাম সমগ্র মানবজাতির জন্য। যেমন দেখুন—নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় নবিজির প্রথম ভাষণে 'হে মানবকুল!' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর এই সম্ভাষণ শুধু কুরাইশ বা আরবদের প্রতি ছিলো না, ছিলো সমগ্র মানবজাতির প্রতি। আজ পশ্চিমাবিশ্ব বিশ্বায়নের নামে যা কিছুই বলুক, ঐতিহাসিক সত্য হলো—বর্ণ, জাতি, জাতীয়তা, ভূগোল ও ভাষা ইত্যাদির সীমানা পেরিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দাওয়াত ও পয়গামকে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে করেছেন। সুতরাং তিনিই হলেন বিশ্বায়নের প্রথম প্রবক্তা। এজন্য অন্যান্য জাতি, সরকার ও শাসকদের কাছে তাঁর প্রেরিত চিঠিগুলোর প্রথম প্রতিপাদ্য ছিলো, ইসলামের প্রতি দাওয়াত ও আহ্বান, যা ছিলো বিশ্বজনীন তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের অপরিহার্য তাকাযা।

নববি আদর্শের আলোকে মুসলিম উম্মাহর

সমকালীন সংকট

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও জীবনচরিত কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগ ও জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মানবজাতি প্রতিটি যুগে এ থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে পারে। যেকোনো পরিস্থিতিতে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে তাঁর কর্মনীতি। আজও এই নববি আদর্শ মানবজাতির, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও মুক্তির সবচেয়ে বড় উৎস।

মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যেসব সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, তার তালিকা অনেক দীর্ঘ। সবগুলো সামনে এনে পর্যালোচনা করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে মৌলিক কিছু সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে, যাতে এগুলোর আলোকে বাকিগুলোর সমাধান সহজ হয়।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে মানবজাতি ও মুসলিম উম্মাহকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। সেখান থেকে মাত্র দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি—

এক.

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘শোনো, জাহেলিয়াতের সবকিছু আজ আমার পদতলে পিষ্ট। অর্থাৎ, আমি মানবজাতিকে আজ জাহেলিয়াতের যুগ থেকে বের করে জ্ঞান ও আলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছি।’ এই কথার শেষাংশে তিনি যুক্ত করেন—‘আমার পরে তোমরা কুফরিতে ফিরে যেয়ো না।’

আজ আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, জাহেলি যুগের যে সংস্কৃতিকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদদলিত করে জ্ঞান ও আলোর ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই জাহেলি সংস্কৃতি আজ আমাদের আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতিতে ফিরে আসেনি তো? পরিতাপের বিষয়, আজ আমাদের অবস্থা এমন, আমরা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভক্তি ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি। কিন্তু নিজেদের জীবন পরিচালনায় অনুসরণ করি অন্যদের। অথচ আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো ভক্তি, ভালবাসা, বরকত ও সাওয়াবের পাশাপাশি অনুসরণের জন্যও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে আসা। পরিহার করা সেসব জাহেলি কর্মকাণ্ড, যা আজ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে। আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে সেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩ বছরের কঠোর পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

দুই.

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, ‘তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে তাদের মধ্যে আইনের প্রায়োগিক অসমতার কারণে। কোনো গরিব মানুষ অপরাধ করলে তারা তাকে শাস্তি দিতো। কিন্তু সমাজের প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয়রা অপরাধ করলে শাস্তি থেকে বাঁচাতে কৌশল অবলম্বন করতো।’

আজ আমাদের অবস্থাও অনুরূপ। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে কোনো ধনী মানুষ যদি সবচেয়ে গুরুতর অপরাধও করে, তাহলে তার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পথ তৈরি করা হয়। সবরকম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাঁকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন, ‘আস্থা ও সততা মুসলিম ব্যক্তি ও উম্মাহর জন্য অপরিহার্য। যখন বিশ্বস্ততা ও সততা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকো।’ আরও বলেছেন, ‘যখন নেতৃত্ব ও ক্ষমতা অযোগ্যদের হাতে ন্যস্ত করা হবে, তখন বুঝবে, কেয়ামত ঘনিয়ে এসেছে।’

আজ আমাদের অবস্থা এমন, আমরা সবাই দুর্নীতি, অযোগ্যতা আর অসততায় নিমজ্জিত। ইসলামি বিশ্ব আজ দুর্নীতি ও অসততা থেকে মুক্ত নয়। খুন, লুটপাট ও ক্ষমতার অপব্যবহারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও আমাদের আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাণিজ্যিক বিশ্বে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা একটি প্রশ্নচিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আমাদের প্রতি আস্থা কোনোভাবেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহকে শত্রুর মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সামরিক শক্তি এই পরিমাণ অর্জন করতে বলেছেন, যেন শত্রুর হৃদয়ে মুসলমানদের ভয় থাকে। অর্থাৎ বিশ্বে সামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ যেন মুসলমানদের হাতে থাকে। অথচ আজ আমাদের অবস্থা দেখুন! আমরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা ও আবিষ্কারে অন্যদের থেকে কত পিছিয়ে!

এজন্য আজ আমাদের কাছে নববি আদর্শের দাবি—আমরা যেন হেদায়েতের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরি। অন্যদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হই। দুর্নীতি ও অসততার গ্লানি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি। সকলের প্রতি আইনের প্রয়োগ করি সমানভাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অন্যান্য জাতির থেকে এগিয়ে যাওয়াকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিই। সমস্ত জাহেলি কর্মকাণ্ড পদদলিত করে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের মুসলিম সমাজ পুনরুজ্জীবিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাই।

রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষায় নববি আদর্শ

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানি জীবনের পরিধি দশ বছর। তাঁর শাসক জীবনের ব্যাপ্তিও অনুরূপ। তিনি এই দশ বছরে অনেক অভিযান পরিচালনা করেছেন, জিহাদ করেছেন এবং অন্যান্য জাতির সাথে অনেক সন্ধিও করেছেন। বরং তিনি শান্তিচুক্তি করতেই আগ্রহী ছিলেন বেশি। সমাজে সহিংসতা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। শুধু এতটুকুই নয়, জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার পাশাপাশি তাদের আবেগ-অনুভূতিও বিবেচনায় রেখেছেন। একইসাথে যেসব বিষয় সমাজে দুর্নীতির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে কঠোরভাবে নিন্দা ও নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সিরাতে নববি থেকে দুটি ঘটনা পড়ুন—

বনু মুসতালিক গোত্রের কাছে জাকাত ও উশর আদায়ের জন্য আগত কর্মকর্তাকে স্বাগত জানাতে গোত্রের লোকেরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে গ্রামের বাইরে জড়ো হয়। এই দৃশ্য দেখে আগত কর্মকর্তা ভয় পেয়ে ফিরে যায় মদিনায়। যখন সে মদিনার কিছু লোককে বললো, ‘তারা আমাকে হত্যা করতে সশস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলো। আমি জীবন হাতে নিয়ে পালিয়ে এসেছি!’ তখন মদিনার জনগণ ক্রোধান্বিত হলো এবং তাদের বিরুদ্ধে বলাবলি করতে লাগলো। এরই মধ্যে বনু মুসতালিক গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও মদিনায় এসে পৌঁছলেন। তারা বিষয়টি খোলাসা করে বললেন, ‘আমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বাইরে বের হয়েছি তাকে হত্যা করতে নয়, বরং অভ্যর্থনা জানাতে।’

এরই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়—‘হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে কোনো খবর আসে, তখন এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার আগে খবরটি যাচাই করে নাও। যাতে এমন না হয় যে, কোনো জাতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর তোমরা সেই খবরটি মিথ্যা বলে জানতে পেরে লজ্জিত হলে।’[৯]

আমাদের আজকের অবস্থা এমন—একটি ছোট্ট খবর শোনার সাথে সাথে মোবাইলের ম্যাসেজ ও ফেসবুকের মতো যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। চলে আসে টিভি চ্যানেলের পর্দায়। সামান্য কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। মানুষ এই খবর দেখে, নিন্দা করে, সমালোচনার ঝড় ওঠে, এমনকি দাঙ্গা ও মারামারি পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

৯. সুরা হুজুরাত : ৬

নবিজির রাজনৈতিক দর্শন

মহানবি হজরত মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্ববিষয়ে কামালাত ও পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী। দীন ও দুনিয়ার প্রতিটি গুণাবলি তাঁকে দান করা হয়েছিল সর্বোচ্চ স্তরে। তিনি নবি ও রাসুলদের মধ্যে মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। সবচেয়ে বিজ্ঞ আইনপ্রণেতা। সবচেয়ে সেরা সেনাপতি। সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং একইসাথে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক জীবনের বহু বৈচিত্র্যময় দিক রয়েছে, যেগুলোর উপর স্বতন্ত্র কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু তা আশানুরূপ হচ্ছে না। নবিজির সিরাত আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পথপ্রদর্শক। এখান থেকে আমাদের জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে হবে। গ্রহণ করতে হবে তাঁর আদর্শ ও পথনির্দেশ। এজন্য নবিজীবনের প্রতিটি দিক, প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তর গবেষণাকর্ম সামনে আসা উচিত।

রাজনীতি সম্পর্কে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শগুলো প্রথমত ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আনা হয়। সেগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি ও দায়দায়িত্ব। এ বিষয়ে নবিজির বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন রাজনীতিবিদ ও বিচারপতি হিসেবে শত শত বিচার করেছেন, রায় শুনিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি রায় ছিলো দূরদর্শিতা ও পথপ্রদর্শনে আমাদের পাথেয়। আমাদের এই রায়গুলোকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা হিসেবে দেখতে হবে। এগুলোর মাঝে খুঁজে নিতে হবে আমাদের সমকালীন সমস্যার সমাধান।

আমরা সর্বপ্রথম নবিজির রাজনৈতিক বিষয়াবলির প্রথম দিক নিয়ে আলোচনা করবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের যে রাজনৈতিক নীতিমালা দিয়েছেন এবং ইসলামি রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব ও অধিকার সাব্যস্ত করেছেন, তা তুলে ধরবো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বনি ইসরাইলের মাঝে রাজনীতি ও শাসনকার্য আঞ্জাম দিতেন নবিগণ। এক নবির প্রস্থানে আরেক নবি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন। কিন্তু আমার মাধ্যমে নবুওয়াতের উপর সিলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে। এখন আর কোনো নবি আগমন করবেন না। তাই আমার পরে রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব খলিফার হাতে ন্যস্ত হবে।’